যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৬ মাস পরও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা পায়নি ইংলিশ ভার্সনের বই

সাথীয়া খান

চলতি শিক্ষা বছরের প্রায় ছয় মাস চলে গেলেও দেশের মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি মাধ্যমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এখনো ইংলিশ ভার্সনের বই বাজারে ছাড়া হয়নি। ফলে এসব স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও তাদের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। সারা দেশে মাধ্যমিক স্তরে ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এনসিটিবি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ ফারুক বলেছেন, এ মাসেই বই বাজারে চলে যাবে।

উল্লেখ্য, ঢাকার ভিকারুননিসা নূন, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুলের মতো চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুরের অনেক স্কুলের শিক্ষার্থীরা ইংলিশ মিডিয়ামে পরীক্ষা দেয়। দেশের ১২টি ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষার্থীও ইংলিশ মিডিয়ামে পরীক্ষা দেয়। ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে খোজ নিয়ে জানা যায়, চলতি সেশন শুরু হওয়ার পাচ মাস পরও শিক্ষার্থীরা বাজারে ইংলিশ ভার্সনের বই পায়নি। বাধ্য হয়ে তারা আগে প্রকাশিত ভুলে ভরা ফটোকপি বই পড়ছে। জানা যায়, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের বেশ কিছু চ্যাপ্টার ইংরেজি অনুবাদ বইয়ে নেই। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি ও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলা বইয়ের আদলেই হয়। ফলে এসব শিক্ষার্থীকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি স্কুলে বই বিনামূল্যে দেয়া হলেও বেসরকারি স্কুলে তা কিনে নিতে হয়। ঠিক সময়ে বই না পাওয়ায় ২৫-৩০ টাকা দামের বই ১২০ থেকে ১৫০ টাকায় কিনতে হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ ফারুক যায়যায়দিনের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, আগের বইগুলোতে অনেক ভুল এবং তথ্যের ঘাটতি ছিল। বর্তমানে সেগুলো সংশোধন করা হচ্ছে। ২৩টি বই নতুন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং বাকি ৩৫টি বই পরিমার্জন করা হয়েছে। এসব বই বারবার চেক করা হচ্ছে যাতে ভুল না হয়। মোট বইয়ের অর্ধেক আমাদের কাছে চলে এসেছে। আগামী সপ্তাহে বাকিগুলো চলে আসবে। এ মাসেই বই বাজারে চলে যাবে।

বিয়াম মডেল স্কুল 'অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সায়মা বানু বলেন, এ বছর আমরা এখনো বই পাইনি। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেছে, সংশোধনের জন্য বই দিতে দেরি হচ্ছে, আগামী মাসে বই পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন বই দিয়ে কি হবে? তিনি আরো বলেন, ইংলিশ ভার্সনের ব্যবস্থা চালু করলেও সরকার এ ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। বাংলা ভার্সনের বইগুলোর সংশোধন হলেও ২০০০-০১ সালের পর এখনো ইংরেজি বইগুলোর সংশোধন হয়নি। পরীক্ষা যেহেতু বাংলা প্রশ্নের ইংলিশ অনুবাদে হয় সেহেতু ইংলিশ বইগুলোর সংশোধন হওয়া অতি জরুরি। শিক্ষার্থীদের ভুলের হাত থেকে রক্ষা এবং বাংলা বইয়ে নতুন করে যুক্ত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জানানোর জন্য আমরা নিজেদের উদ্যোগেই বাংলা বইয়ের অনুবাদ করে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। ইংরেজি বই ঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানো এবং তা সংশোধনের ব্যাপারে সরকারের আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এদিকে নতুনভাবে প্রকাশিত বই বাজারে এলে শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা হতে পারে। রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিলি জানায়, নতুনভাবে বইতে বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করা হচ্ছে। ছয় মাস পর আমাদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া উচিত নয়। নতুন বইয়ে পরীক্ষা নেয়া হলে অবশ্যই আমরা ঝামেলায় পড়বো।

বলা হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষার সময় আরো এগিয়ে আনা হবে। এখনো যেহেতু পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে পারেনি তাহলে কিভাবে সরকার পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনবে? কিংবা পরীক্ষা আগে নিলে এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারবে কি না সেটা নিয়েও সন্দেহ থেকে যায়।